দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 30 JUL 2005
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে মাদ্রাসার অন্তর্ভুক্তি মেনে নেয়া হবে না

বাকশিস-এর মাসব্যাপী কর্মসূচী ঘোষণা

স্টাফ রিপোর্টার ঃ বাংলাদেশ কলেজ শিক্ষক সমিতির (বাকশিস) নেতৃবৃন্দ বলেছেন, সরকারের মহলবিশেষের প্ররোচণায় ফাজিল, কামিলকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সমমান দেয়ার নামে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে নতুন বির্তক সৃষ্টির অপচেষ্টা চলছে। দেশের সরকারী- ৫-এর পৃঃ ৩-এর কঃ দেখুন

বাকশিস-এর মাসব্যাপী কর্মসূচী

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বেসরকারী স্নাতক ও স্নাতকোত্তর কলেজগুলোর জন্য প্রতিষ্ঠিত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে মাদ্রাসাসমূহের অন্তর্ভুক্তি কোন অবস্থাতেই মেনে নেয়া হবে না। মাদ্রাসা শিক্ষা আমাদের জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। আমরা মাদ্রাসা শিক্ষার স্বকীয়তা ধরে রেখে এ শিক্ষা ব্যবস্থার বিকাশ চাই। মাদ্রাসা শিক্ষাকে যুগোপযোগী করা তথা ফাজিল, কামিলকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সমমান দিতে একটি পৃথক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। কারণ, মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে যেমন প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মান দেয়া হয় না, তেমনি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত শিক্ষার্থীদের মান দেয়া যাবে না। গতকাল (শুক্রবার) জাতীয় প্রেস ক্লাবে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে বাকশিস নেতৃবৃন্দ একথা বলেন। বাকশিস সভাপতি প্রিন্সিপাল কাজী ফারুক আহামেদ বর্তমান সরকারের আমলে দেশব্যাপী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দুর্নীতি, দলীয়করণ, শিক্ষা বোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসনে অবৈধ হস্তক্ষেপ, অনবরত কাঠামোর নতুন ব্যাখ্যার নামে দীর্ঘদিন ধরে প্রাপ্ত বেতন-ভাতা ও বৈধভাবে নিয়োগকৃত শিক্ষক-কর্মচারীর এমপিও কোন কারণ উল্লেখ ছাড়াই স্থগিত করা এবং ২০ হাজার শিক্ষক-কর্মচারীর এমপিওভূক্তির ফাইল আটকে রাখার তথ্য উল্লেখ করে বলেন, বর্তমান সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় শিক্ষকদের সাথে জালেমের ন্যায় আচরণ করছে।

বাকশিস সভাপতি বলেন, পরীক্ষায় খারাপ ফলাফলের অভিযোগ তুলে অসংখ্য বেসরকারী কলেজের এমপিও স্থগিত করা হয়েছে। শিক্ষক-কর্মচারী চাকরিবিধির সাথে পরীক্ষার পাসের হার বা শিক্ষার্থী সংখ্যার কোন সম্পর্ক না থাকলেও এ উদ্ভট অজুহাত তুলে হাজার হাজার বেসরকারী শিক্ষক-কর্মচারীর বেতন-ভাতা অমানবিকভাবে স্থগিত করে রাখা হয়েছে। কিন্তু ওইসব বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ন্যায় অনেক সরকারী প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীর পাসের হার ও শিক্ষার্থী সংখ্যা থাকলেও কোন সরকারী স্কুল-কলেজের শিক্ষক-কর্মচারীর বেতন-ভাতা বন্ধ করা হয়নি। বেসরকারী শিক্ষক-কর্মচারীদের প্রতি সরকারের এ আচরণ রাজপথে আন্দোলন ও আইনী লড়াইয়ের মাধ্যমে প্রতিহত করা হবে। যে কোন ত্যাগের বিনিময়ে স্থগিত বেতন ও এমপিও পুনঃ চালু করে শিক্ষক সমাজের ন্যায্য দাবী আদায় করা হবে। এসব দাবী আদায়ে সাংবাদিক সম্মেলনে মাসব্যাপী কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়েছে। ৩ আগষ্ট থেকে ২৪ আগষ্ট পর্যন্ত ঘোষিত কর্মসূচীতে রয়েছে- শিক্ষামন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, সচিব ও মাউশি মহাপরিচালককে কেন্দ্রীয়ভাবে চরমপত্র প্রদান, সংসদ সদস্য, ভাইস-চ্যান্সেলর, শিক্ষা বোর্ড চেয়ারম্যান ও গভর্নিং বডির চেয়ারম্যানদের স্মারকলিপি প্রদান, ডিসি অফিস ঘেরাও, মানববন্ধন ও বিক্ষোভ মিছিল এবং সমাবেশ। এ সাংবাদিক সম্মেলনে বাকশিস সাধারণ সম্পাদক প্রফেসর আসাদুল হকসহ অন্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।